“এন্ড্রয়েড ফোন
রুট করার খুঁটিনাটি”
ইমরোজ|ইয়াহিয়া আব্দুল্লাহ্
ট্রিক বিডি

রুট কী? কেন রুট করবেন ?

রুট কী?

রুট হচ্ছে একটি পারমিশন বা অনুমতি। এই অনুমতি থাকলে আপনি আপনার ডিভাইসে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। সাধারণত এই পারমিশন বা অনুমতি ডিভাইস প্রস্তুতকাররা ইচ্ছে করে লক করে দেয়। কারন রুট ফোল্ডার/পার্টিশনে থাকা ফাইলগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এর কোনো একটি দুর্ঘটনাবশত মুছে গেলে আপনার পুরো ডিভাইস কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে। এছাড়াও ম্যালিশিয়াস বা ক্ষতিকারক প্রোগ্রামও অনেক সময় রুট করা ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু লক থাকা অবস্থায় ব্যবহারকারী নিজেই রুট অ্যাক্সেস পান না, তাই অন্য প্রোগ্রামগুলোর রুট অ্যাক্সেস পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।

কেন রুট করবেন?

ধরেন কোন কারনে আপনার মোবাইল নাম্বারটি তগ্থুত গোয়েন্দাদের কাছে চলে গেল।

এখন আপনি কি করবেন? সিম খুলে ফেলে দিবেন? আচ্ছা ভাল। এবার কি করবেন? নতুন একটা সিম কিনে ব্যবহার করবেন? **এখন কি আপনি নিরাপদ???**

উত্তর হচ্ছে না।

কারন আপনার মোবাইলটিতে একটি নির্দিষ্ট আইএমইআই (IMEI) নাম্বার আছে যেটা আপনি পরিবর্তন করেন নি। ফলে তগ্থুতে'র সিম কোম্পানির ডাটাবেস থেকে আপনার মোবাইল নাম্বার দিয়ে আইএমইআই(IMEI) নাম্বারটি সংগ্রহ করবে। তারপর আইএমইআই(IMEI) নাম্বারটি ট্রাক করে আপনার বর্তমান ব্যবহারিত সিম নাম্বারটি পেয়ে যাবে। এজন্য সিম পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার এন্ড্রয়েডের আইএমইআই(IMEI) নাম্বারটিও পরিবর্তন করতে হবে। আর এন্ড্রয়েডের আইএমইআই(IMEI) পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই আপনার ডিভাইসটিকে রুট করতে হবে।

রুট করার আরো কিছু সুবিধাঃ

১| পারফরমেন্স বাড়ানোঃ

বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ডিভাইসের অব্যবহৃত ফাইল, টেমপোরারি ফাইল ইত্যাদি নিয়মিত মুছে ফোনের গতি ঠিক রাখা।

২| ওভারক্লকিং করাঃ

সিপিইউ স্পিড স্বাভাবিক অবস্থায় যতটা থাকে তারচেয়ে বেশি দ্রুত কাজ করানো। এর মাধ্যমে কোনো বিশেষ কাজে প্রসেসরের গতি বাড়ানোর প্রয়োজন পড়লে তা করা যায়।

৩| আন্ডারক্লকিং করাঃ

যখন ডিভাইস এমনিতেই পড়ে থাকে, তখন সিপিইউ যেন অযথা কাজ না করে যে জন্য এর কাজের ক্ষমতা কমিয়ে আনা। এতে করে ব্যাটারি ব্যাকআপ বাড়ানো সম্ভব।

৪| কাস্টম ইউআই (UI):

আপনার ডিভাইসের হোমস্ক্রিন, লক স্ক্রিন, মেনু ইত্যাদি বিভিন্ন ইউজার ইন্টারফেসের ডিজাইন একটা সময় পর আর ভালো নাও লাগতে পারে। তখন আপনি ডিভাইসে নতুনত্ব আনতে পারবেন নতুন সব কাস্টম ইউজার ইন্টারফেসের মাধ্যমে। এগুলোকে অন্যভাবে রমও বলা হয়। কাস্টম রম: ইন্সটল করার সুবিধা। অনেক ডেভেলপার বিভিন্ন জনপ্রিয় ডিভাইসের জন্য কাস্টম রম তৈরি করে। এসব রম ইন্সটল করে আপনি আপনার সেটকে সম্পূর্ণ নতুন একটি সেটের রূপ দিতে পারবেন। বাইরে থেকে অবশ্যই এর ডানা-পাখনা গজাবে না বা ক্যামেরা ৫ মেগাপিক্সেল থেকে ৮ মেগাপিক্সেল হবে না।

রুট করার কিছু অসুবিধা:

১| ওয়ারেন্টি হারানোঃ

ডিভাইস রুট করার মাধ্যমে আপনার ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য অনেক মোবাইল আবার আনরুট করা যায়। আর মোবাইল আনরুট করা হলে তা সার্ভিস সেন্টারে থাকা টেকনিশিয়ানরা অনেক সময়ই ধরতে পারে না যে সেটটি রুট করা হয়েছিল। তবে কাস্টম রম থাকলে ধরা খাওয়া এড়ানোর উপায় নেই।

২| ফোন ব্রিক হওয়ার সম্ভাবনা রুট করা ও এর পরবর্তী সময়ে বিভিন্য কারনে ফোন ব্রিক হতে পারে। সাধারনত সিস্টেম ফাইল গুলো ডিলেট বা মুভ না করলে সমস্যা হয় না

রুট করার আগে করণীয় কী?

আপনি যখন আপনার ডিভাইসটি রুট করবেন বলে স্থির করবেন, তখনই আপনাকে কিছু কাজ করতে হবে। স্টেপ বাই স্টেপ নিচে দেয়া হলো।

1| কাস্টম রিকভারি খুঁজে বের করা বা বানিয়ে নেওয়া।

2| SuperSU অথবা Magisk এর zip ফাইল ডাউনলোড করে রাখা।

3|বুটলোডার আনলক করতে হলে তা করে নেয়া।

4| কম্পিউটারের মাধ্যমে কাস্টম রিকভারি ফ্লাশ দেয়া।

5|কাস্টম রিকভারিতে ঢুকে রুট করার আগেই একবার পুরো রমের ব্যাকাপ নেয়া।

6| এবার রিকভারির ইন্সটল অপশন থেকে SuperSU অথবা Magisk ফ্লাশ দিয়ে ফোন চালু করা।

7| যদি কোনো কারণে ফোন চালু না হয়, তাহলে আগে থেকেই ব্যাকাপ নেয়া ফাইল রিস্টোর করলেই আবার আগের মতো হয়ে যাবে। এই স্টেপগুলো ফলো করলে একদম শতভাগ সফল হওয়ার আশা করা যায়।

রুট করার পরে করণীয়ঃ

অনেকেই বলে থাকেন রুট করার পরে ডিভাইস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এটা আসলে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। রুট করার পর আপনি এই ডিভাইসের পুরোপুরি মালিক বনে গেছেন। আপনি যদি এটাকে ঠিকভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন, তাহলে এটি আপনার বশ্যতা স্বীকার করবে। অন্যথায় বেয়াড়া দাসের মতো আপনাকে ফেলে পালাবে। রুট করার পর আপনার প্রথম ও শেষ কাজ হলো কাস্টম রিকভারি থেকে একবার ব্যাকাপ নেয়া। এই ব্যাকাপ ফাইলের সাইজ ১ থেকে ২০/৩০ জিবি পর্যন্ত হতে পারে।

এটি আপনার সিস্টেম ফাইল ও ইন্সটল করা এপ এর উপর নির্ভর করবে। তবে আমি একদম ফ্রেশ ব্যাকাপ নেয়ার পরামর্শ দিবো। এতে ডিফল্ট অ্যাপস ছাড়া কোনো এক্সট্রা এপ ইন্সটল করা থাকবেনা। ফলে সাইজ ও কম হবে। এই ব্যাকাপ ফাইল আলাদাভাবে কোথাও আপলোড দিয়ে বা আলাদা মেমোরিতে রাখলে ভালো হয়। যাতে করে পরে কোনো সমস্যা হলে রিস্টোর দিয়ে ফোন ঠিক করে নেয়া যায়। আর কোনো কারণে এই ব্যাকাপ ফাইল ডিলিট হয়ে গেলেও চিন্তার কোনো কারণ নেই। কম্পিউটার দিয়ে স্টক

রম ফ্লাশ দিলেই আবার ঠিক হয়ে যাবে। তাই রুট করার পরে আর কোনো টেনশন নয়। শুধু রুট করার পরেই না, কাস্টম রিকভারি ইন্সটল করার পরে আর কোনো টেনশন নেই।

রুট কীভাবে করে ?

এটা আসলে খুব কমন একটা প্রশ্ন হলেও এর উত্তর কিন্তু হাজারটা। কারণ, প্রতিটি ডিভাইসের পদ্ধতি-ই আলাদা। তাই আপনি চাইলেও একদম জোর দিয়ে বলতে পারবেননা যে এভাবে করলে হবে। তবে যেকোনো ডিভাইসের জন্য একটা কমন পদ্ধতি আছে সেটা হলো কাস্টম রিকভারি পদ্ধতি। "তবে রুট করার ক্ষেত্রে যদি আপনার কাস্টম রিকভারি আগে থেকেই ইন্সটল করে রাখেন, তাহলে শুধু SuperSU.Zip অথবা Magisk.zip এই দুটো ফাইল রিকভারিতে গিয়ে ফ্লাশ দিলেই ডিভাইস রুট হয়ে যাবে"]

রুট সম্পর্কিত সাইট

medium.com/@How-To-Root-Andoraid-Device